জল ডুবি আগরতলা শহর,
নয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি
প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার আগামী এক বছর

- জয়ন্ত দেবনাথ

রাজনৈতিকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কতদিন সইতে হবে আগরতলাবাসীর? গত ৫০ বছর ধরে বানবাসী আগরতলা শহরের এই করুন চিত্র যাদের গা-সহা হয়ে গেছে, যারা মৃত-হৃদয়ে পড়ে আছেন, তারা পড়ে থাকুন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু যারা একটু আত্ম মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চান এবং অন্যকে বাঁচতে দেখতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বলছি- এবার একটু ভিন্ন ভাবে চিন্তা করুন। যারা গত ২৫ বছর ধরে এ শহরের জল সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুই করতে পারেনি, তাদের ব্যর্থতা নিয়ে এক্ষেত্রে আর বাক্য ব্যয় করে কোন লাভ নেই। কিন্তু যাদেরকে দিয়ে কিছু একটা হবে বলে আমরা মহা উৎসাহে, যাদের ক্ষমতায় বসিয়েছি এবং এক্ষনে ভাল কিছু একটা হবে বলে দিন গুনছি তাদেরকে অন্তত এবার একটা বাস্তবমুখী চিন্তা করতে হবে। ঘন্টা দুয়েকের বৃষ্টিতেই যেভাবে এ শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ছে তার ইতি টানতে গত ২৫ বছর ধরেই নানা রকম মাস্টার প্ল্যানের গল্প শুনে আসছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। উল্টো যেসব এলাকায় আগে কোনদিন জল জমতো না সেসব নতুন নতুন এলাকায়ও বাড়িঘর পথঘাট এক্ষনে অল্প বৃষ্টিতেই জলের তলায় চলে যাচ্ছে। শহরের বহু জায়গায় কভার ড্রেন হয়েছে। কিন্তু জল সমস্যার সমাধান দূরের কথা তার ফল উল্টো হচ্ছে। কেননা, যেভাবে কভার ড্রেন করা হয়েছে সেগুলিতে দিনে দিনে নানা কারনে জমা আবর্জনা পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। আগে যেসব ড্রেন দশ থেকে পনের ফুট প্রশস্ত ছিল বাম আমলের রাজনীতিকদের অতি সতর্কতায় সেগুলি এক্ষনে কোথাও পাঁচ ফুট প্রশস্ত তো কোথাও দশ ফুট প্রশস্ত হয়ে গেছে। পাছে ভোট বাক্সে টান পরে এই ভয়ে কাউকেই অখুশী করবো না – এই পলিসিতে কাজ করতে গিয়ে শহরের ড্রেনের প্রশস্থতা আরও কমিয়ে দিয়ে কভার ড্রেন বানাতে গিয়ে পাঁচ লক্ষাধিক লোকের বসতি এ শহরকে একটা জঞ্জালে পরিণত করে তোলা হয়েছে ।

গত ২৫ বছরে এ শহরের মানুষকে জল সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে কত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার কোন হিসাব আছে কিনা জানা নেই । কিন্তু গত ২৫ বছর ধরে প্রতি বছরেই যে ভাবে শহরের পথ-ঘাট সংস্কারের নামে বছর ব্যাপী এ শহরের মানুষকে সর্বদাই একটা আবর্জনার স্তূপের উপর দিয়ে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে এমনটা দেশের আর অন্য কোন রাজ্যে দেখা যায় না । শহরের ড্রেন পরিষ্কার করার নামে ড্রেনের ময়লা তোলে ড্রেনের পাশে রাস্তায় তোলে রাখা হয় । মাসের পর মাস চলে যায় তা আর সরানো হয় না । ক'দিন পর বৃষ্টি এসে সেই ময়লা আবার ড্রেনে নিয়ে যায় । আবার ঠিকাদারী বরাত দেওয়া হয় । এবং ফের একই-শিলসিলা চলতে থাকে। শহরের মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দে র কথা কখনই চিন্তা করা হয়না। আর তার ফল ভোগতে হয় শহরের হাজার হাজার নিত্য পথচারী, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্কুলের কচিকাচা ছাত্রছাত্রী সবাইকে।

ভাবা যায় একটা শহরের বাজার-হাঁট স্কুল-কলেজ বছরে ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন বন্ধ থাকে শুধু জল সমস্যার কারনে। একদিনের বৃষ্টি কিংবা বন্যা পরিস্থিতির জন্য শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অন্তত দুই তিন দিন সময় নেয় । ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির কথা বলে তো লাভ নেই। অবাক করার বিষয় হচ্ছে ৫০ বছর এই সমস্যা সমাধানে ডান বাম কোন সরকারই আন্তরিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ কখনই নেয়নি। বিজেপি আইপিএফটি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পত্রে অবশ্য লিখিত ভাবেই এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে নয়া সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অন্তত পুরাতন মন্ত্রীদের মতো কদিন বাদে একথা বলবেন না যে ' আগরতলা শহরটা একটা কড়াই '-এর মতো, এশহরকে জল সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন কাজ' । অবশ্য আজ (১৮ মে, ২০১৮) সকালে রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ শহরের বনমালীপুর এর বানবাসী মানুষের সমস্যা সরজমিনে চাক্ষুস করতে বের হয়ে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন এ মরশুমে সবটা সমস্যা সমাধান করা না গেলেও আগামী বছর বন্যার মরশুমের আগে যাতে পুরোপুরি আগরতলা শহরের মানুষের জল কষ্ট দূর করা যায় তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।তিনি বনমালীপুরে বানবাসী মানুষের সামনে দাড়িয়ে এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আজই তিনি তার প্রশাসনকে শহরের মানুষের জলকষ্ট লাঘবে বাস্তবিক পরিকল্পনা গ্রহন করে দ্রুত কাজ শুরু করতে বলেছেন। স্মার্ট সিটি প্রকল্পে এলক্ষ্যে ষাট কোটি টাকা মঞ্জুরীর কথাও মুখ্যমন্ত্রী জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়েছেন। এক্ষণে এটা দেখতে হবে কবে থেকে কিভাবে নতুন আঙ্গিকে কাজ শুরু হয়। তার জন্য অবশ্য আগামী বছর বর্ষা শুরুর জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমরা অপেক্ষা করবো। অপেক্ষায় রইলাম। **(লেখক- শ্রী জয়ন্ত দেবনাথ একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট ও ত্রিপুরাইনফো ডট কম-এর পরিচালন প্রধান)**